Cosmo School

শ্রেণিঃ ষষ্ঠ

বিষয়ঃ বাংলা ২য় পত্র

শব্দের সংবর্গ (পদ প্রকরণ)

তারিখঃ ১২/০৭/২০২০

শব্দ বা পদের শ্রেণিবিভাগ বা সংবর্গঃ

শব্দ বা পদকে সাধারাণত পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। সেগুলো হলোঃ-

১) বিশেষ্য

২) সর্বনাম

৩) বিশেষণ

৪) ক্রিয়া

৫) অব্যয়

১। বিশেষ্যঃ

যে সব শব্দ কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম, গুণের নামকে বোঝায় সে সব শব্দকেই বিশেষ্য বলে। যেমনঃ মানুষ, বাঙালি, রাস্তা, উৎসব, কলম, ভাত ইত্যাদি।

বাক্যে ব্যবহারঃ **রিপা** **বই** পড়ছে। এই বাক্যে 'রিপা', 'বই' এগুলো বিশেষ্য।

২। সর্বনামঃ

বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহার করা হয় তাকে সর্বনাম বলে। যেমনঃ সে, তার, তারা, আপনি, তিনি, আমরা, আমি ইত্যাদি। বাক্যে ব্যবহারঃ রাফি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। **সে** খুব মেধাবী। এই বাক্যে 'সে' সর্বনাম।

৩। বিশেষণঃ

যেসব শব্দ বিশেষ্য বা সর্বনামের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ প্রকাশ করে সেই সব শব্দকে বিশেষণ বলে। যেমনঃ **নীল** সমুদ্রে **বিশাল** জাহাজ চলে। এই বাক্যে 'নীল', 'বিশাল' এগুলো বিশেষণ।

৪। ক্রিয়াঃ

যে শব্দের দ্বারা কোনো কাজ করাকে বোঝায়, সেই শব্দকে ক্রিয়া বলে। যেমনঃ শিশুরা মাঠে বল **খেলছে**। এই বাক্যে 'খেলছে' ক্রিয়া।

ক্রিয়া প্রধানত দুই প্রকার। যথাঃ

ক) সমাপিকা ক্রিয়া

খ) অসমাপিকা ক্রিয়া

ক) সমাপিকা ক্রিয়াঃ যে ক্রিয়া বাক্যের বক্তার মনোভাবের পূর্ণতা ও পরিসমাপ্তি প্রকাশ করে সেই ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমনঃ কেয়া গান **গাইছে**। আমি বই **পড়ি**। এই বাক্যগুলোতে 'গাইছে', 'পড়ি' এগুলো সমাপিকা ক্রিয়া কারণ এই ক্রিয়াগুলো সম্পুর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করেছে এবং বাক্য পূর্ণতা পেয়েছে।

খ) অসমাপিকা ক্রিয়াঃ যে ক্রিয়া বাক্যের বক্তার মনোভাব সম্পুর্ণভাবে প্রকাশ করে না কাজের অর্থের অসমাপ্তি বোঝায় সেই ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমনঃ আমি জামা **পরে** ... তুমি নাস্তা **খেয়ে**... এই বাক্যগুলোতে 'পরে', 'খেয়ে' ক্রিয়া বাক্যকে সমাপ্ত করেনি এবং মনের ভাবও সম্পুর্ণ প্রকাশ করেনি। তাই এগুলো অসমাপিকা ক্রিয়া।

৫। অব্যয়ঃ

যে শব্দকে পরিবর্তন করা যায় না এবং দুটি শব্দ বা ভাবকে একসঙ্গে প্রকাশ করে সেই শব্দগুলোকে বলা হয় অব্যয়। যেমনঃ এবং, ও, আর, আবার, কিন্তু ইত্যাদি। বাক্যে ব্যবহারঃ সুমন **ও** শান্তা দুই ভাই-বোন। লোকটি গরিব **কিন্তু** সৎ। এই বাক্যগুলোতে 'ও', 'কিন্তু' এগুলো বাক্যের অন্য শব্দ বা পদকে জোড়া লাগিয়েছে তাই এগুলো অব্যয়।

শব্দের শ্রেণি বা সংবর্গ পরিবর্তনঃ

 # বিশেষ্য থেকে বিশেষণঃ বিশেষ্য শব্দের শেষে প্রত্যয় যোগ করে বিশেষণ শব্দ গঠন করা হয়। যেমনঃ যেমনঃ (ঢাকা + আই = ঢাকাই) এখানে 'ঢাকা' শব্দটি বিশেষ্য। এর সাথে 'আই' প্রত্যয় যোগ করে বিশেষণ শব্দ গঠন করা হয়েছে।

 # বিশেষণ থেকে বিশেষ্যঃ যে ভাষিক উপাদানের সাহায্যে বিশেষণ শব্দ তৈরি হয়েছে সেই ভাষিক উপাদানটি বিচ্ছিন্ন করলেই বিশেষ্য শব্দ পাওয়া যায়। (মিঠা + আই = মিঠাই) এখানে 'মিঠাই' শব্দ থেকে 'আই' প্রত্যয় বাদ দিলে 'মিঠা' বিশেষণ পাওয়া যায়।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

১। অব্যয় কাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখ।

২। শব্দ বা পদকে সাধারাণত কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়? সেগুলো কী কী?

৩। সমাপিকা ক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখ।

৪। বিশেষ্য কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৫। ক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৬। ক্রিয়া কত প্রকার ও কী কী?

৭। বিশেষণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৮। সর্বনাম কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৯। সমাপিকা ক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখ।

১০। বিশেষ্যের পরিবর্তে যা বসে তাকে কী বলে?

১১। যে শব্দের দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝায় তাকে কী বলে?

১২ বিশেষ্য শব্দের শেষে কী যোগ করে বিশেষণ শব্দ গঠন করা হয়?

১৩ কোন শব্দের মাধ্যমে কী বোঝালে তাকে বিশেষ্য বলে?

১৪। বিশেষণ থেকে বিশেষ্য শব্দ কীভাবে পরিবর্তন করা যায়?

শিক্ষক -

শাহরিন সুলতানা মৌলী